দৈনিক সংবাদ

069

তারিখ 25 JUN 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার, ১০ই আষাঢ়, ১৩৯৩

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি শিক্ষা ব্যবস্থার পটভূমি স্মরণে রেখে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি তথা ঔপনিবেশিক আমলে শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য উল্লেখ করে তাদের রিপোর্টে এসব পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পর্কে কমিটির রিপোর্টে নকলপ্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ব্যাপারে কমিটির অভিমত হচ্ছে, পরীক্ষা গ্রহণের সাথে বিপুলসংখ্যক লোক সংশ্লিষ্ট থাকায় গোপনীয়তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং দুর্নীতি বাড়ছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক সময় বলা হত কেরানী সৃষ্টির কারখানা। বৃটিশ শাসনামলে এদেশের মানুষকে শাসন ও শোষণে দেশীয় ভাবযুক্ত সহযোগী সৃষ্টিই ছিল তৎকালে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। দেশবাসীকে শিক্ষিত করে মনুষ্যত্ব বিকাশের বিচার-বিবেচনা সেখানে স্থান পায়নি।

বর্তমানে আমরা শিক্ষককে মানুষ গড়ার কারিগর আখ্যা দিয়েছি। বাক্ প্রতিমা হিসাবে কথাটি যতই চমৎকার হোক বাস্তবে তার প্রমাণ খুব কমই মেলে।

শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যায় না জেনেও আমরা বৃটিশ শাসন অবসানের প্রায় ৪০ বছর পরও উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি।

ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টও রাজনৈতিক ঝন্ঝায় বলা চলে উড়ে গেছে। সত্যি বলতে কী এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন নজর দেননি। কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে বছরে ৬ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয় এবং নকল রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা দেশের দায়িত্বশীল মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে বলেই গত বছর ৩রা অক্টোবর অধ্যাপক মুহম্মদ শামসউল হককে চেয়ারম্যান করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির রিপোর্টে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ফলে প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দিয়েছে বলা হয়েছে। পরীক্ষার্থীর তুলনায় পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিদর্শনের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে লোকের স্বল্পতা যদি একমাত্র কারণ হত, তাহলে এদের সংখ্যা বাড়িয়ে পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব হত।

কিন্তু রিপোর্টে এক জায়গায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপে কেন্দ্র নির্বাচনে নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণে ব্যর্থতার কথার পাশাপাশি পরীক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অসহযোগিতামূলক আচরণের কথা বলা হয়েছে। আর এই অসহযোগিতামূলক আচরণের মত নমনীয় মন্তব্যের আড়ালে যে অপ্রিয় সত্য বিরাজ করছে তা হল দুর্নীতি শিক্ষক ও অভিভাবক মহলেও ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত অবিশ্বাস্যভাবে। পরীক্ষার্থীদের নকলপ্রবণতার ক্ষেত্রে, তা কিন্তু এক ধরনের সহযোগিতামূলক আচরণ।

সুতরাং শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে একশ্রেণী অসহযোগিতামূলক আচরণ করছে এমন বলা যায় না। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে রিপোর্টের প্রকাশিত অংশে তেমন কিছু বলা হয়নি। কোথাও কোথাও তারা যে নকলে সহায়তা করে থাকে পরোক্ষভাবে এবং তার পিছনে প্রভাবশালী মহলের হাত থাকে। যেখানে থাকে না অনেক ক্ষেত্রে সেখানে তাদের উৎসাহের আতিশয্যে উদ্দোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপে। বাকেরগঞ্জ উপজেলায় নকল ধরাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনার প্রকৃত তথ্য নিয়ে তাই জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যাপকসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর বেকারত্ব মেধাশক্তির অপচয়ের স্বাক্ষর বহন করে, শুধু বিপুলসংখ্যক অকৃতকার্য ছাত্ররাই বিরাট জাতীয় অপচয় নয়।

শুধু পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়ার কথাটা যদি র‍্যাপক নকলপ্রবণতা এবং দুর্নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে উঠে আসে, তা নিশ্চয়ই পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিঃশেষ হবে না। দেশের উন্নয়নে তথা দেশকে আর্থিকভাবে গড়ে তোলার জন্য এবং ছাত্রদের এজন্য কী ধরনের শিক্ষাদান প্রয়োজন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়ে কোন্ ধরনের ছাত্র নির্বাচন করা প্রয়োজন তা তাদের মানসিকতা ও মেধা এবং প্রবণতা লক্ষ্য করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। আর তার জন্য প্রধানতঃ আমাদের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে যে সুপারিশ করা হয়েছে, তার প্রতিই পুনরায় দৃষ্টি ফিরানো দরকার।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কী সেই মানসিকতার পরিচয় দিয়ে এগিয়ে আসবেন, না নিত্যনতুন কিছু করে চমক সৃষ্টির মানসিকতা যা কার্যতঃ প্রচারণা হিসেবেই রাজনীতিক লাভ-লোকসানে মিলিয়ে চলে সেই ঘাটেই নোঙ্গর ফেলবে? এই প্রশ্নটি নিয়ে কমিটির চিন্তা-ভাবনা ও নির্দেশের দিকটি অজানা রয়ে গেল। এ মুহূর্তে কমিটির রিপোর্ট প্রসংগে অধিক কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে বিষয়টির গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট মহল সকলকে ভাবিয়ে তুলছে বলেই আলোচ্য কমিটি গঠিত হয়েছে এবং তারাও পথনির্দেশ প্রসংগে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিসহ শিক্ষা বিষয়ে তাদের একটা অভিমত তুলে ধরেছেন। এটুকু যা আশার কথা।